রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

**অতিরিক্ত সংখ্যা**

**কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত**

**বৃহস্পতিবার, জুন ২৬, ২০২৫**

**বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন**
**নির্বাচন কমিশন সচিবালয়**

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪৩২/ ২৪ জুন ২০২৫

নং **১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৬.২৫-১৫২।**—জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে "জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫" সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে এতদ্‌সংগে প্রকাশ করিতেছি।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

**দেওয়ান মোঃ সারওয়ার জাহান**
উপসচিব (নিঃ সঃ ও সঃ)।


**মূল্য :** টাকা ৮.০০

## জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন অত্যাবশ্যক। ব্যক্তি/গোষ্ঠী/দলের প্রভাববিহীন ও ভোটারদের ভোট প্রদানের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণের উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি অনুসারে ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করা এবং তার চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর অর্পিত রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করল:

২। ভোটকেন্দ্রের তালিকা: নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক তালিকা প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রাথমিক তালিকার উপর দাবী/আপত্তি/সুপারিশ গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতঃ চূড়ান্ত করা হয় এবং গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

৩। ভোটকেন্দ্র স্থাপনে করণীয়: ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রস্তুত করতে হবে:

**(১) ভোটার অনুসারে কেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন:** গড়ে ৩০০০ (তিন হাজার) ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং গড়ে ৫০০ (পাঁচশত) জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৪০০ (চারশত) জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে কক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।

**(২) বিলুপ্তির কারণে আলোচনার ভিত্তিতে পরিবর্তিত কেন্দ্র নির্ধারণ:** বিদ্যমান ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা নদী ভাঙ্গন বা অন্যবিধ কারণে বিলুপ্ত/ব্যবহার অনুপযোগী হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনাক্রমে ভোটকেন্দ্র স্থাপন নির্ধারণ করতে হবে।

**(৩) ভোটার বৃদ্ধির কারণে আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কেন্দ্র নির্ধারণ:** অনুরূপভাবে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নতুনভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/নির্বাচিত প্রতিনিধি/রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনা করে নতুনভাবে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রের স্থান ও তালিকা নির্ধারণ করতে হবে।

**(৪) সরকারি ভবনাদিতে ভোটকেন্দ্র স্থাপন:** ভোটকেন্দ্র স্থাপনে সরকারি ভবনসমূহকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পরিচালিত কমিউনিটি সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, সরকারি অফিস, ক্লাব এ ধরনের ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, চৌহদ্দি, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

**(৫) প্রভাবাধীন বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন স্থানে কেন্দ্র না করা:** কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীর প্রভাবাধীন স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। তাছাড়া সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় যেমন- ধর্মীয় উপাসনালয় (মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, বিহার ও প্যাগোডা ইত্যাদি) কবরস্থান, শ্মশান, হাটবাজার, সংকীর্ণ অলিগলি এরূপ স্থানেও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না।

(৬) **অতিরিক্ত ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করা:** অবস্থানগত কারণে কোনো ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা অধিক হলে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভোটারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত ভোটকক্ষের ব্যবস্থা করা যাবে ।

(৭) **বিশেষ ক্ষেত্রে কম সংখ্যক ভোটার নিয়ে কেন্দ্র স্থাপন:** বিশেষ ক্ষেত্রে জনবসতি কম এলাকায় এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে নির্দিষ্ট ভোটারের কম সংখ্যক ভোটারের জন্যও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে (যেমন পার্বত্য জেলাসমূহ)। তাছাড়া কম জনবসতিসম্পন্ন এলাকা, দূর্গম পার্বত্য এলাকা, দ্বীপ অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে উপরোক্ত শর্তসমূহ শিথিল করা যেতে পারে, যাতে ভোটারদের ভোট প্রদানে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।

(৮) **যাতায়াতের সুবিধা ও অবস্থান:** ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে ভোটকেন্দ্র এরূপভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে—

(ক) ভোটার এলাকাগুলো যেন ভোটকেন্দ্রের সংলগ্ন ও সুনিবিড় হয় এবং সাধারণতঃ দুটি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব ৩(তিন) কিলোমিটারের অধিক না হয়;

(খ) কোনো ভোটার এলাকার ভোটারগণকে যেন নিকটস্থ ভোটকেন্দ্র অতিক্রম করে দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে গমন করতে না হয়; এবং

(গ) একটি ভোটকেন্দ্রের অতি নিকটে অন্য একটি ভোটকেন্দ্র যেনো স্থাপন না করা হয়।

(৯) **রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান পরিহার:** যে সকল ব্যক্তি রাজনীতির সাথে অথবা নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যতদূর সম্ভব ভোটকেন্দ্র স্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকলে উক্ত শর্তটি শিথিল করা যাবে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ পর্যাপ্ত হতে হবে।

(১০) **প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে ভোটকেন্দ্র:** ভোটকেন্দ্র যে স্থানে/প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হবে সে স্থানের/প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে ভোটকেন্দ্রের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(১১) **অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন:** কোনোঅস্থায়ী জায়গায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হলে এলাকার অবস্থান সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্কুল ও কলেজ বাদে অন্য কোনো স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করলে এবং অস্থায়ী বুথ স্থাপনের প্রস্তাব করলে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে আলাদা প্রত্যয়ন দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই অস্থায়ী ভোটকেন্দ্রের (যেখানে কোনো স্থাপনা নাই) ভোটকক্ষকে অস্থায়ী কক্ষ হিসেবে গণনায় আনা যাবে না।

(১২) **একাধিক কেন্দ্র স্থাপনে মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার:** একই স্থাপনায় বিভিন্ন শিফটে চালু একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র নং- ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

**(১৩) পুরুষ ও মহিলাদের সুশৃংখল ভোটদানে নিশ্চয়তা বিধান:** একই ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাতে পৃথক পৃথক এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভোটদান করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণ যাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভোটকক্ষে প্রবেশ ও বাহির হতে পারেন তারও নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব এমন স্থাপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

**(১৪) পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র:** ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

**(১৫) তালিকায় পুরুষ-মহিলার উল্লেখ:** ভোটকেন্দ্রটি পুরুষ ভোটার, না মহিলা ভোটারের জন্য, নাকি উভয়ের জন্য তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

**(১৬) ভোটার এলাকার নাম ও সংখ্যা:** প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের নামের বিপরীতে উল্লিখিত প্রতিটি ভোটার এলাকার নাম উল্লেখ করতে হবে এবং ভোটার এলাকার নামের পার্শ্বে কতজন ভোটার উক্ত ভোটকেন্দ্রে ভোট দিবে তার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে এবং পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।

**(১৭) বিভিন্ন ভোটার এলাকার ভোটার নম্বর উল্লেখ:** কোনো ভোটার এলাকাকে বিভক্ত করে একাধিক ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্ধারণ করা হলে ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বরগুলো ভোটকেন্দ্রের বিপরীতে প্রদর্শন করতে হবে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভোটার তালিকায় কোন্ কোন্ ভোটারকে কোন্ কোন্ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভোট গ্রহণের দিন ভোটারগণ অযথা হয়রানি বা বিভ্রান্তির সম্মুখীন না হন।

**(১৮) ভোটার সংখ্যার আধিক্য এমন ভোটার এলাকার প্রাধান্য:** ভোটার এলাকাসমূহের মধ্যে যে ভোটার এলাকায় ভোটার সংখ্যা অধিক এবং যেখানে সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

**(১৯) প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও মহিলা ভোটারদের সুবিধা বিবেচনায় রাখা:** ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সময় প্রতিবন্ধী ভোটার, বয়স্ক এবং তৃতীয় লিঙ্গধারী (হিজড়া) ভোটারদের ভোট প্রদানে অগ্রাধিকার আবশ্যিক বিবেচনায় রাখতে হবে।

**(২০) প্রাপ্ত আপত্তি/সুপারিশ যাচাই**: (ক) যদি কোনো ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে কারো কোনো লিখিত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তি থাকে তাহলে প্রাপ্ত আবেদন/ সুপারিশ বা আপত্তিসমূহ সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার সরেজমিনে যাচাই করে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) উপজেলা নির্বাচন অফিসার সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন। সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুতকরণে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কমিশনে প্রেরণ করবেন।

(গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। উক্ত সংরক্ষিত ভোটকেন্দ্রের তালিকা কমিশন প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটগ্রহণের অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) দিন পূর্বে চূড়ান্ত করে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন।

(২১) উপবিধি ১ হতে ২০ এবং বিধানাবলী সাপেক্ষে বর্তমানে বিদ্যমান ভোটকেন্দ্রসমূহ যথাসম্ভব অপরিবর্তনীয় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(২২) চূড়ান্ত **তালিকায় কোন কেন্দ্র কোন প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণে বা বাড়ি সংলগ্ন কিনা তা অবহিতকরণ:** ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হলেও এমনকি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও গণ-প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮(৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে চূড়ান্ত তালিকায় উল্লিখিত কোনো ভোটকেন্দ্র কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে কমিশনকে জানাতে হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার সকল ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে কমিশনে মতামত প্রেরণ করতে হবে। অতঃপর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

৪। **ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ প্রেরণ:** ভোটকেন্দ্রের তালিকার সাথে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা, পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা, কয়টি ভোটকেন্দ্র এবং কয়টি ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করতে হবে। সে সাথে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যাও অবহিত করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়নের সুবিধার্থে এতদসংগে সংযুক্ত ছকটি ব্যবহার করতে হবে।

**'ছক'**

## ভোটকেন্দ্রের তালিকা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম .....

| ক্রমিক | ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান | ভোটকক্ষের সংখ্যা | যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করবেন ( ভোটার এলাকার নাম) | | | ভোটকেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম | শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/ মহল্লা/ রাস্তার নাম | যেসব কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক নম্বর | পুরুষ | মহিলা | হিজড়া | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪(ক) | ৪(খ) | ৪(গ) | ৫(ক) | ৫(খ) | ৫(গ) | ৫(ক+খ+গ) | ৬ |
| | | | | | | | | | | |

উপজেলা/থানা :

ইউনিয়ন/পৌর এলাকা/সিটি কর্পোরেশন :

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড (যদি থাকে) :

১।

২।

.....

সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার

**ভোটকেন্দ্রের তথ্য সম্বলিত**
**সার-সংক্ষেপ**

| উপজেলা/ থানার সংখ্যা ও নাম | সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংখ্যা ও নাম | ইউনিয়ন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যা | ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা | | | ভোটকক্ষের সংখ্যা | | | ভোটার সংখ্যা | | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | স্থায়ী | অস্থায়ী | মোট | স্থায়ী | অস্থায়ী | মোট | পুরুষ | মহিলা | হিজড়া | মোট | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪(ক) | ৪(খ) | ৪ (ক+খ) | ৫(ক) | ৫(খ) | ৫ (ক+খ) | ৬(ক) | ৬(খ) | ৬(গ) | ৬ (ক+খ+গ) | ৭ |
| | | | | | | | | | | | | | |

.....

সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার

০৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত:** নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪. ০০৮.২২-৬২৯ তারিখ: ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০/০৫ জুন, ২০২৩ দ্বারা জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি "জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা" এতদ্বারা রহিত করা হলো।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd